وَلَنَا مَا رَوَيْنَا . وَلِأَنَّ مِلْكَهُ مُتَّصِلٌ بِمِلْكِ الدَّخِيْلِ اِتِّصَالَ تَأْبِيْدٍ وَقَرَارٍ . فَيَثْبُتُ لَهُ حَقُّ الشُّفْعَةِ عِنْدَ وُجُوْدِ الْمُعَاوَضَةِ بِالْمَالِ . اِعْتِبَارًا بِمَوْرِدِ الشَّرْعِ، وَهٰذَا لِأَنَّ الْاِتِّصَالَ عَلٰى هٰذِهِ الصِّفَةِ إِنَّمَا انْتَصَبَ سَبَبًا فِيْهِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْجِوَارِ . إِذْ هُوَ مَادَّةُ الْمُضَارِّ عَلٰى مَا عُرِفَ . وَقَطْعُ هٰذِهِ الْمَادَّةِ بِتَمَلُّكِ الْاَصِيْلِ أَوْلٰى . لِأَنَّ الضَّرَرَ فِيْ حَقِّهِ بِإِزْعَاجِهِ عَنْ خِطَّةِ آبَائِهِ أَقْوٰى . وَضَرَرُ الْقِسْمَةِ مَشْرُوْعٌ . لَا يَصْلُحُ عِلَّةً لِتَحْقِيْقِ ضَرَرِ غَيْرِهِ .

অনুবাদ : আমাদের দলিল হলো, উপরে আমাদের বর্ণিত হাদীস। তাছাড়া এ কারণে যে, প্রতিবেশীর মালিকানা ক্রেতার মালিকানার সাথে স্থিতিশীল হয়ে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত রয়েছে। সুতরাং যখন [মূল জমির উপর] সম্পদের বিনিময়ে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদিত হবে তখন শরিয়ত বর্ণিত ক্ষেত্রের উপর কিয়াসের ভিত্তিতে প্রতিবেশীরও শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। এর কারণ হলো, এভাবে স্থিতিশীল হয়ে স্থায়ীভাবে একজনের সম্পত্তি অপর জনের সম্পত্তির সাথে সংযুক্ত থাকার বিষয়টি শরিয়ত বর্ণিত ক্ষেত্রে [অর্থাৎ মূল সম্পত্তিতে অংশীদারের ক্ষেত্রে শুফ'আ সাব্যস্ত করার জন্য] 'সবব' বা কারণ হয়েছে। কেবল এ জন্যই যে, [অংশীদারের উপর] প্রতিবেশীত্বের ক্ষতির আগমন যাতে প্রতিহত করা যায়। কেননা প্রতিবেশীত্বের বিষয়টিই হচ্ছে ক্ষতিসাধন ও অসুবিধা সৃষ্টির মূল, যা সর্বজনবিদিত। আর শুফ'আর দাবিকৃত সম্পত্তিতে শফী'র মালিকানা সাব্যস্ত করে এই ক্ষতি ও অসুবিধার মূলোৎপাটিত করা অগ্রগণ্য। কেননা শফী'কে তার পিতৃপুরুষের সম্পত্তি পরিত্যাগের মাধ্যমে অস্থির করে তোলার ক্ষতিটি অধিক শক্তিশালী। পক্ষান্তরে বণ্টন আবশ্যক হওয়ার ক্ষতি শরিয়ত স্বীকৃত। কাজেই তা অন্য ব্যক্তি [অর্থাৎ ক্রেতা]-র ক্ষতি সাধন [সংশ্লিষ্ট বিধান]-এর ইল্লাত বা কারণ হিসেবে নির্ণিত হতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَنَا مَا رَوَيْنَا : এখান থেকে মুসান্নিফ (র.) আমাদের দলিল বর্ণনা করেছেন। আমাদের পক্ষেও নকলী ও আকলী উভয় প্রকারের দলিল বর্ণনা করেছেন। আমাদের নকলী দলিল পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বে তিন শ্রেণির শফী'র শুফ'আ সাব্যস্ত হওয়ার পক্ষে মুসান্নিফ (র.) তিনটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। কাজেই ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এই দাবি সঠিক নয় যে, শুফ'আর অধিকার কেবল প্রথম শ্রেণির শফী'র জন্যে শুফ'আর অধিকার হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয় শ্রেণির শফী'র শুফ'আর অধিকার লাভের পক্ষে আমরা আব্দুল মালিক ইবনে আবী সুলায়মান এর সূত্রে হযরত জাবির (রা.) থেকে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছি। তা হলো– اَلْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا" এ হাদীসটি সম্পর্কে শাফেয়ীগণের বক্তব্য হচ্ছে, হাদীসটি হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীস– فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ الخ -এর সাথে বিরোধপূর্ণ। কাজেই এ হাদীসটি যেহেতু আবদুল মালিক ইবনে আবী সুলায়মান (র.) একা বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম শু'বা (র.) তাঁর ব্যাপারে 'কালাম' করেছেন তাই এ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন– يُخَافُ أَنْ لَا يَكُوْنَ مَحْفُوْظًا، وَأَبُوْ سَلَمَةَ حَافِظٌ، وَكَذَا أَبُو الزُّبَيْرِ، وَلَا يُعَارَضُ حَدِيْثُهُمَا بِحَدِيْثِ عَبْدِ الْمَلِكِ "অর্থাৎ আব্দুল মালিক বর্ণিত হাদীসটি সঠিক না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে আবূ সালামা হচ্ছেন 'হাফিয' অনুরূপভাবে আবূ যুবায়েরও। কাজেই তাঁদের বর্ণিত হাদীসের বিপরীতে আব্দুল মালিকের বর্ণিত হাদীস টিকে না।"

<u>সুন্নাহ ও ইলমে ফিক্হ্‌</u> ঃ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

(١) لِكُلِّ شَيْءٍ عِمَادٌ وَ عِمَادُ هٰذَا الدِّيْنِ الْفِقْهُ .

(ক) অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর খুঁটি আছে, এ দ্বীনের খুঁটি হলো ফিক্হ্‌।

(٢) فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ .

(খ) একজন ফকীহ্‌ শয়তানের নিকট সহস্র মূর্খ আবেদের তুলনায় অধিক কঠিন।

(٣) مَجْلِسُ فِقْهٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً .

(গ) ফিকহের মজলিস ষাট বৎসরের ইবাদত অপেক্ষা শ্রেয়।

(٤) مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ .

(ঘ) আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।

উপরোক্ত আয়াত সমূহে এবং হাদীসের দৃষ্টিতে ইল্‌মে ফিকহের অসাধারণ গুরুত্ব ও ফযীলত সহজে অনুমেয়।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন–

الْعِلْمُ عِلْمَانِ الْفِقْهُ لِلْاَدْيَانِ وَ عِلْمُ الطِّبِّ لِلْاَبْدَانِ وَمَا وَرَاءَ ذَالِكَ بُلْغَةُ مَجْلِسٍ

অর্থাৎ ইল্‌ম তো মাত্র দু ধরনেরই (ক) ইলমে ফিকহ যা ছাড়া ধর্মীয় বিষয়ে অন্ধ থাকতে হয়। (খ) ইলমে তিব্ব-চিকিৎসা শাস্ত্র, যা দ্বারা স্বাস্থ্যের সুস্থতা লাভ হয়। এ দুটি ছাড়া বাকী সব বিদ্যা রিপু তাড়িত বৈ নয়।

জনৈক কবি বেশ চমৎকার উক্তি করেছেন–

تَفَقَّهْ فَاِنَّ الْفِقْهَ اَفْضَلُ قَائِدٍ + اِلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى وَاَعْدَلُ قَاصِدٍ .
هُوَ الْعِلْمُ الْهَادِىْ اِلٰى سُنَنِ الْهُدٰى + هُوَ الْحِصْنُ يُنْجِىْ مِنْ جَمِيْعِ الشَّدَائِدِ .
فَاِنَّ فَقِيْهًا وَاحِدًا مُتَوَرِّعًا + اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ .

<u>যুগে যুগে ইলমের ফিক্হ্‌</u>

স্বর্ণ যুগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে দু'ধরনের সাহাবী ছিলেন। একঃ যারা হাদীস হিফ্‌য ও সংরক্ষণ ও বর্ণনার কাজে সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকতেন। যেমন– হযরত আবুহুরায়রা (রাঃ), আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) প্রমুখ। দুইঃ যারা কুরআন, সুন্নাহ গবেষণা করে শাখাগত মাসায়েলের সুষ্ঠু সমাধান বের করার কাজে বেশী মনোযোগী থাকতেন। যেমন হযরত আলী (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে মাসউদ (রাঃ) প্রমুখ। এ সকল মনীষী হাদীসে নববীকে পূর্ণ তাহকীক ও গবেষণার মাধ্যমে শরীআত স্বীকৃত নীতিমালা অনুযায়ী যাচাই করে তার পর তাকে আমলের জন্যে বাছাই করতেন। এদের মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তাবেয়ীনের যুগে মদীনা তায়্যেবা ছিল দারুল হিজরত ও নবুওয়্যাতের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। এ কারণে উলূমে নববীয়ার মূলকেন্দ্র ও মারকায হওয়ার গর্ব এ মোবারক নগরীর ভাগ্যে জুটেছিল। সুতরাং নববী যুগ হতে শুরু করে হযরত আলী (রাঃ) এর খেলাফত আমল পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম বিশ্বের এটাই কেন্দ্রবিন্দু ছিল। সাহাবায়ে কেরামের যুগে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক ইল্‌ম চর্চায় অত্র নগরি সদা মুখরিত থাকত। তাবেয়ীনের যুগে "ফুকাহায়ে সাবআ" (প্রসিদ্ধ সাতজন ফকীহ্‌) এখানেই ছিলেন। ইমাম ইবনে মোবারক বর্ণনা করেন– যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা পেশ আসত এ সাত জন উক্ত ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করতেন। তার সুষ্ঠু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত কাযী সে বিষয়ে কোন ফতোয়া বা সিদ্ধান্ত দিতেন না।

<u>ফুকাহায়ে সাবআ</u>– মদীনার সপ্ত ফকীহ্‌ বলতে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উদ্দেশ্য। যথা– ১। সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব (রাঃ) (মৃত্যু ৯৩ হিঃ) ২। উরওয়া ইবনে যুবায়র ইবনে আওয়াম (রাঃ) (মৃত্যু ৯৪ হিঃ) ৩। কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবী বকর (রাঃ) (মৃত্যু ১০৮ হিঃ) ৪। খারেজা ইবনে যায়দ ইবনে সাবেত (রাঃ) (মৃত্যু ৯৯ হিঃ) ৫। উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উৎবা ইবনে মাসউদ (রাঃ) (মৃত্যু ৯৮ হিঃ) ৬। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (রাঃ) (মৃত্যু ১০৯ হিঃ) ও ৭। আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) অথবা সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)। মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ হলবী (রঃ) (মৃত্যু ৬১৪ হিঃ) অত্র সাতজনকে এভাবে ছন্দবদ্ধ করেছেন

اَلَا اِنَّ مَنْ لَا يَقْتَدِىْ بِاَئِمَّةٍ + فَقِسْمَتُهُ ضِيْزٰى عَنِ الْحَقِّ خَارِجَةٌ
فَخُذْهُمْ عُبَيْدُ اللّٰهِ ، عُرْوَةُ ، قَاسِمٌ + سَعِيْدٌ ، اَبُوْ بَكْرٍ ، سُلَيْمَانُ ، خَارِجَةٌ